হেনরী লাওসন এর কবিতা

অনুসৃতি : জামিল হাসান সুজন

হেনরী লাওসন অস্ট্রেলিয়ার একজন বিখ্যাত কবি। জন্ম ১৭ই জুন, ১৮৬৭ এবং মৃত্যু ২রা সেপ্টেম্বর ১৯২২। তাঁর লেখা কবিতা তাঁর সময়কালে তো বটেই পরবর্তী প্রজন্মের পাঠকের মনেও দোলা দিয়েছে, জুগিয়েছে অনেক মনের খোরাক। তাঁকে 'মানুষের কবি' বলে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর লেখা অসংখ্য কবিতার মধ্য থেকে একটি কবিতা বেছে নিয়ে অনুবাদ করা হল। বলাবাহুল্য অনুবাদে কখনই মূল সুরটি খুঁজে পাওয়া যায়না, তবে অনুবাদক হিসাবে চেষ্টা করেছি কবির অনুভূতির কাছাকাছি যেতে।

নলখাগড়াময় নদী

দশ মাইল নীচে নলখাগড়াময় নদী
পরিপূর্ণ জলাধারের শয্যা
সারাটি বছর প্রতিবিম্বিত করে
আকাশের কত না রং
জলাধারের বিস্তৃত অন্তঃকরণের মাঝে
অনেক পরিসর সকল তারকার;
বালুর বিছানা সরে গেছে
অসংখ্য শিলাময় মগ্ন চড়ার ওপারে।

নিম্ন কিনারার চারিদিকে
নলখাগড়ার চারা আন্দোলিত হয়
জল-ইঁদুরেরা লুক্কায়িত
আর যেখানে বুনো হাঁস ডিমে তা দেয়
তৃণাচ্ছাদিত ঢাল উঠে গেছে আলতোভাবে
দীর্ঘ ও নিম্ন পর্বত শীর্ষের ভূমিরেখার দিকে
যেখানে ওয়াট্‌ল তরুবীথি সতেজে বেড়ে উঠেছে
আর জন্মেছে দেশীয় ব্লু-বেল্‌স।

গ্রানাইট পর্বত শ্রেণীর নীচে
চোখ শুধু উপলব্ধি করতে পারে
যেখানে শিলাময় খাঁড়ি বেরিয়ে এসেছে
ফার্ণের গভীর সবুজ তট থেকে;
আর তাদের মাঝে দীর্ঘ দাঁড়িয়ে আছে,
ড্রুপিং শিওক্‌স শীতল হয়
শক্ত, নীল-রঞ্জিত পানিতে
জলাধারে পৌঁছানোর পূর্বে।

দশ মাইল নীচে নলখাগড়াময় নদী
এক রোববার বিকেল,
আমি আর ম্যারি ক্যাম্পবেল যাচ্ছিলাম ঘোড়ায় চড়ে
সেই প্রশস্ত, উজ্জ্বল লবণাক্ত হ্রদের দিকে

আমরা আমাদের ঘোড়াদের ছেড়ে দিলাম চরে বেড়াতে
যে পর্যন্ত না ছায়া আরোহিত হল চূড়াদের উপর,
আর শিওকের নীচে ইতস্ততঃ বিচরণ
শিলাময় খাঁড়ির তটের উপরে।

তারপর নদী বরাবর ঘরের দিকে
সেই রাতে আমরা দ্রুতগতিতে ঘোড়া ছুটালাম,
এবং চন্দ্রালোকে ঈশ্বরের স্বর্গীয় জ্যোতি
ম্যারি ক্যাম্পবেলের মুখমন্ডলে;
আমি আমার ভবিষ্যতের জন্য যুক্তি বিস্তার করলাম
সেই সমগ্র চন্দ্রালোকিত ভ্রমণে,
যে পর্যন্ত না আমাদের ক্লান্ত ঘোড়াগুলো
পাশাপাশি কাছাকাছি সরে এল।

রিইয়ার্নস ক্রসিং থেকে দশ মাইল
এবং চূড়া থেকে পাঁচ মাইল নীচে
আমি নির্মাণ করেছিলাম একটি ছোট্ট বসতবাড়ি
শিলাময় খাঁড়ির তটের উপরে;
আমি পরিষ্কার করেছিলাম ভূমি আর বেড়া দিয়েছিলাম
এবং সমৃদ্ধ লাল দোআঁশ মাটিতে চাষাবাদ করেছিলাম;
আর আমার প্রথম শস্য ছিল সোনালী
যখন আমি ম্যারিকে ঘরে এনেছিলাম।

এখনও নীচে নলখাগড়াময় নদী
ঘাসে ঢাকা শিওকের দীর্ঘশ্বাস
শুকিয়ে যাওয়া নদীর তলদেশ প্রতিবিম্বিত করে
আকাশের ছবিগুলি;
সোনালী বালুকণা তাড়িত হয়
শিলাময় বালুর ঢিবি পেরিয়ে;
এবং সবকিছুর উপরে চিরকালের বেঁচে থাকা
সূর্য, চন্দ্র ও তারকারা।

কিন্তু যে কুটির আমি তৈরি করেছিলাম
তার আর কোন চিহ্ন নেই এখন
আর অনেক বৃষ্টি ভূমিসাৎ করেছে
আমার লাঙ্গলের ফলার দাগ।
আনন্দময় উজ্জ্বল দিনগুলি অন্তর্হিত
মলিন শাখাগুলিতে দোলে ওয়াট্‌ল বৃক্ষের প্রস্ফুটিত সোনালী ফুল
আমার ম্যারির কবরের উপরে।

জামিল হাসান সুজন, সিডনী, ২৭/০৩/২০০৭